গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

বিষয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭" সম্পর্কে মতামত

প্রতিবেদন নং ১৪৭

০৬ জুন ২০১৮

১৫ কলেজ রোড
ঢাকা -১০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭" সম্পর্কে

আইন কমিশনের মতামত :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন, সংস্থা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার বিগত ২২/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪১.০০.০০০০.০৩৩.০২.০০১.১১-০৮ স্মারকমূলে প্রেরিত *"পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭"*, এর খসড়াটি আইন কমিশন বিশদ পর্যালোচনা করেছে । পর্যালোচনান্তে কমিশন নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করছে:

ভূমিকা:

সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩' প্রনীত হয়, যা মূলত একটি সামাজিক কল্যাণমূলক বা welfare আইন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজের নৈতিক অধঃপতন,দারিদ্রতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পিতা-মাতার ভরণপোষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষে এই আইন প্রণয়ন ছিল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। যদিও উন্নত বিশ্বে পিতা-মাতা তথা সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিগনের ভরণপোষনসহ অন্যান্য সকল মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে। ২০১৩ সালে প্রণীত আইনটির মাধ্যমে সক্ষম ও সামর্থবান সন্তানদের পিতা-মাতার প্রতি নৈতিক কর্তব্যবোধ কে আইনগত বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা হয়েছে। মূল আইনটিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়

'পিতা-মাতার ভরণপোষণ বিধিমালা, ২০১৭' এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রস্তুত করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসণীয় একটি উদ্যোগ। খসড়া বিধিমালা ২০১৭ এর যথার্থতার বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য ২০১৩ সালে প্রনীত *পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইনটির* (২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন) সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে মূল আইনটিকে ভিত্তি ধরে বিধিমালাটি প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা এটাই এই পর্যায়ে বিবেচ্য বিষয়।

পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা:

যদি কোনো সক্ষম ও সামর্থবান সন্তান *(ধারা ৩ অনুযায়ী)*, পিতা-মাতার ভরণ-পোষন না দেয়, বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধনিবাস বা অন্য কোথাও আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করে বা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা প্রদান না করে কিংবা তাদের সাথে নিয়মিতভাবে দেখা সাক্ষাৎ না করে, সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পিতা অথবা মাতা প্রথম শ্রেনির জুডিসিয়াল বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ করতে পারবে *(ধারা:৭)*। লক্ষ্যনীয় যে কোনো সক্ষম ও সামর্থবান সন্তান, তাদের পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী বা নানা-নানীকেও ভরণ-পোষন প্রদানে বাধ্য থাকবে *(ধারা:৪)*।

কোনো সন্তান যদি এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার বিধান লংঘন করে তবে তার শাস্তি হবে সর্বেচ্চ ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড এবং অর্থ অনাদায়ে সর্বোচ্চ ৩ মাস কারাদন্ড *(ধারা:৫)*।

আদালত প্রয়োজন মনে করলে এই আইনের আওতায় প্রাপ্ত কোনো অভিযোগ আপোষ নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান,মেম্বার, পৌরসভার মেয়র বা অন্য যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করতে পারবে *(ধারা:৮)।*

আইনের সীমাবদ্ধতা:

ভরণ-পোষণের পরিমান এবং সময় সম্পর্কে আইনে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। কোনো সন্তান ৩ ও ৪ ধারার বিধান লংঘন করলে তাকে অর্থদন্ডে দন্ডিত করার বিধান আছে, কিন্তু কিভাবে তা পিতা-মাতা কে বন্টন করা হবে সে সম্পর্কিত কোনো বিধান আইনে নেই। তাছাড়া, কোনো দন্ডপ্রাপ্ত সন্তান যদি অর্থ অনাদায়ে কারাদন্ড বরণ করে, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভরণ-পোষন নিশ্চিত করার কোনো বিধান আইনে রাখা হয় নি।

আইনানুযায়ী, আমলী আদালতে কেবল সংক্ষুব্ধ পিতা-মাতাই অভিযোগ করতে পারবে (ধারা:৭ (২))। তাদের অপরাগতায় কে তাদের পক্ষে আদালতে অভিযোগ করতে পারবে আইনে সে সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই। আইনে দাদা-দাদী বা নানা-নানী কোন পদ্ধতি অনুসরন করে তাদের অভিযোগ জানাবেন,সে সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই। অর্থাৎ তাদের প্রতিকার প্রার্থণার কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

যেক্ষেত্রে সন্তান আর্থিকভাবে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ প্রদানে অক্ষম, সেক্ষেত্রে তাদের ভরণ-পোষনের দায়িত্বকে নেবে তা আইনে নেই। ফলে পিতা-মাতার অধিকার রক্ষায় আইনটির প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ থেকেই যায়। তাছাড়া এই

আইনে সরাসরি প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদানের বিধান করা হয়েছে। তার আগে আদালতে পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণ প্রদানের জন্য সন্তানের প্রতি আদেশ দানের সুযোগ রাখা হয়নি।

মূল আইন সংশোধনের প্রস্তাবনা :

১। পিতা-মাতার ভরণ পোষণের বিষয়টি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা। কারণ, এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো পিতা-মাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করা। যা মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির এবং পারিবারিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত।

২। সন্তান পিতা-মাতাকে ভরণপোষণ প্রদানে অক্ষম হলে, রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে - এ বিধান মূল আইনে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। যেহেতু, অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের আর্থিক অস্বচ্ছলতাই ভরণ পোষণ প্রদান না করার কারণ হতে পারে।

৩। ৪ ধারা বাতিল করা যেতে পারে।

৪। যেহেতু, পুরো বিষয়টিই মানবিক এবং নৈতিকতার প্রশ্নের সাথে সর্ম্পকিত - অপরাধের সাথে নয়, সেহেতু কারাদন্ড বাদ দেয়া যেতে পারে এবং অর্থদন্ড প্রদান করা যেতে পারে।

৫। সন্তান ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রের তহবিল থেকে ভরণপোষণ প্রদানের বিধান সংযুক্ত করা যেতে পারে।

খসড়ার সাধারণ পর্যালোচনা :

মূল আইনকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭" এর খসড়া প্রনয়ণ করা হয়। খসড়াটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রস্তাবিত বিধিমালাটিতে আটটি অধ্যায় রয়েছে যার শুরুতে আছে যথাক্রমে প্রারম্ভিক বিষয় হিসেবে বিধিমালার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন এবং সংজ্ঞা, কতিপয় কমিটি এবং উহাদের কার্যপ্রণালী, ভরণ-পোষনের ন্যূনতম মানদন্ড, অভিযোগ নিস্পত্তি ও আপীল, পরিচর্যা কেন্দ্র, পরিচর্যা কেন্দ্র পরিচালনার নূন্যতম মানদন্ড, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ তহবিল এবং বিবিধ বিষয়াদি ।

প্রস্তাবিত "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭" ***এর খসড়া বিষয়ে কমিশনের মতামত ও সুপারিশ :***

১. পিতা-মাতা ভরণ-পোষণের বিষয়টি পারিবারিক আদালতে নিস্পত্তি হওয়া অধিক বাঞ্ছণীয়। কারণ আমাদের দেশে প্রচলিত ভরণ-পোষণ বিধি-বিধান সমূহ অর্থাৎ স্ত্রী কিংবা সন্তানের ভরণ-পোষণ পারিবারিক আদালতসমূহ দ্বারা

পরিচালিত হয় । পারিবারিক আদালতের সার্বিক পরিবেশ, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের চাইতে পিতা-মাতার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক অনুকূল। সেইদিক বিবেচনা করে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আদায় পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত হওয়া যুক্তিসংগত।

পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীকে প্রথমেই তাদের অধিকার আদায়ার্থে আদালতে প্রেরণ না করে, কোনো ফোরামে প্রেরণ যুক্তিসংগত, যাদের মূল কাজ হবে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সন্তানদের প্রতি হতে যুক্তিসংগত ভরণপোষণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া। এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে তবে বিবেচ্য বিষয়টি আদালতে নেয়া যেতে পারে।

২. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ বিধিমালা ২০১৭ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাধিক কমিটি যথাক্রমে, জাতীয় কমিটি (বিধি ৩), জেলা কমিটি (বিধি ৪), উপজেলা কমিটি (বিধি ৫), শহর কমিটি (বিধি ৬), পৌর কমিটি (বিধি ৭), ও ইউনিয়ন কমিটি (বিধি ৮), গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে জাতীয় কমিটি সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য নিয়ে (২৫ জন সদস্য) নিয়ে এবং ইউনিয়ন কমিটি সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য (৮ জন) নিয়ে গঠিত। একাধিক কমিটির এই বিপুল সংখ্যক সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বৃদ্ধ পিতা বা মাতার পক্ষে সন্তান বা সন্তানদের নিকট হতে ভরণ-পোষণ আদায় নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ এবং কঠিন বিষয় ।

আইনটি একটি সমাজ কল্যাণ মূলক আইন এবং এর বিধিসমূহ এমন ভাবে প্রণীত হওয়া উচিত যেখানে বৃদ্ধ পিতা বা মাতা তাদের জীবনের সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তে একটি আবেদনের মাধ্যমে ভরন-পোষণের অধিকার নিশ্চিতভাবে পেতে পারে। কিন্তু প্রথম শ্রেণির ম্যজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে বা জাতীয় হতে ইউনিয়ন কমিটি পর্যন্ত সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বৃদ্ধ পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী তাদের অন্যতম মৌলিক অধিকারসমূহ আদায় করতে পারবেন এ প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। কেবল পিতা-মাতা ভরণ-পোষণ সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমেই এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব ।

৩. বিধি ১২ অনুযায়ী পিতা-মাতার আচরণ কোনো বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা একেবারেই অযৌক্তিক এবং অবাস্তব। আইন হয়ত করা যাবে কিন্তু তা কার্যকর করতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। একইভাবে ১৩ বিধি মতে সন্তানের আচরনকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা বাস্তব সম্মত নয়। আবার ১৪ (২) উপবিধিতে উল্লিখিত ‘বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবে পিতা-মাতার জন্য চিকিৎসকের বিধি-নিষেধ অনুসরণপূর্বক উন্নতমানের খাবার

সরবরাহ করিতে হইবে' , বিধি ১৮ তে উল্লিখিত পরিচর্যা সংক্রান্ত বিধান সমূহ এবং ১৯ বিধিতে উল্লিখিত সঙ্গ প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং বিধি ২০ এ উল্লিখিত বিনোদন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয় না।

কারন, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া সন্তানের আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নটিও এই ধরণের বাস্তবায়নের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো বিধিবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আদালত স্বীয় বিবেচনায় (discretion) ঐসব প্রচলিত বিধানের আলোকে আদেশ প্রদান করবেন।

৪. সপ্তম অধ্যায়ের ৪৪ হতে ৪৯ উপবিধিতে পিতা-মাতা ভরণ-পোষণ তহবিলের উল্লেখ করে এর গঠন প্রনালী, অর্থের উৎস, কাদের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে, এর বাজেট ও কর্মপরিকল্পনা, তহবিলের ব্যবহার এবং হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে মূল আইনে এইরূপ ভরণ-পোষণ তহবিলের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে মূল আইনটি পড়ে কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে, আইনে মাধ্যমে একটি ভরণ-পোষণ তহবিল গঠিত হয়েছে ।

পিতা-মাতা ভরণ-পোষণ তহবিলের ব্যবহার অধিক কার্যকর করার জন্য এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রথমে মূল আইনে সংযুক্ত করা উচিত। অতঃপর বিধি দ্বারা তার ব্যাখ্যা প্রদান গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাছাড়া, কোনো সন্তান পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ দিতে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে, মূল আইনে এ সংক্রান্ত প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫. একইভাবে প্রস্তাবিত খসড়া বিধিমালার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৫ বিধিতে বলা হয়েছে যে, সরকার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পিতা-মাতার পরিচর্যাকেন্দ্রে গঠন করবেন যেখানে দিবা-পরিচর্যাকেন্দ্র ও রাত্রিকালীন আশ্রয় কেন্দ্র থাকবে যাতে করে কর্মজীবী সন্তানগণ তাদের পিতা-মাতাকে স্বল্প সময়ের জন্য রেখে তাদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। মূল আইনে এই প্রকার পিতা-মাতার পরিচর্যাকেন্দ্রের কোনো উল্লেখ নেই। সরকার এখন পর্যন্ত এইরূপ কোনো আশ্রয় কেন্দ্র গঠনের নীতিমালা প্রণয়ন কবে নাগাদ প্রণয়ন করবেন সে বিষয়টিও পরিস্কার নয়।

আইন ও বিধির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্র থাকতে হবে, যা এই বিধিমালায় পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় নি। মূল আইনটি কমিশনের সুপারিশের আলোকে সংশোধনপূর্বক তদনুযায়ী বিধিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

স্বাক্ষরিত/ =০৬.০৬.২০১৮
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য, আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/ =০৬.০৬.২০১৮
(বিচারপতি এ, বি, এম, খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান, আইন কমিশন